ICD- Instant Counterfeit Detector

LED UV- 365 NM (South Korea) with Germany Technology
MULTI FUNCTIONAL FLASHLIGHT

দি গ্লোবাল জবঃ

'দি গ্লোবাল জব' হচ্ছে একটি স্বেচ্ছাসেবী অলাভজনক আন্তর্জাতিক গবেষণা মূলক প্রতিষ্ঠান । নিজ দেশের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে হলে প্রয়োজন বিশ্বব্যপি বিভিন্ন দেশের উপর আর্থ সামাজিক গবেষণা চালানো। গ্লোবাল রিসার্চ এর মাধ্যমেই জানা সম্ভব ঐ দেশের সার্বিক উন্নতিসহ, সুখ-সমৃদ্ধি এবং দুর্নীতি কম হওয়ার কারণ। এ লক্ষে আমরা, দি গ্লোবাল জব, ঐক্যবদ্ধভাবে দেশ-বিদেশের বরেণ্য ব্যক্তিবর্গ, উন্নয়ন গবেষক, সমাজ বিজ্ঞানী, অর্থনীতিবিদ এবং প্রযুক্তিবিদগণের সহযোগিতা নিয়ে বিশ্বায়ন তথা Globalization এর জন্য কাজ করার পাশাপাশি বাংলাদেশের উন্নয়নের প্রতিবন্ধকতা দূর করে এদেশের উন্নায়ন ত্বরান্বিত করার জন্য কাজ করে যাচ্ছি।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ

জাল-জালিয়াতি ও প্রতারণার হাত থেকে দেশ ও দেশের মানুষকে রক্ষা করে সর্বাধুনিক এবং বিস্ময়কর প্রযুক্তির মাধ্যমে দুর্নীতি নির্মূল করা সহ দেশের রাজস্ব আয় বহুগুনে বৃদ্ধি করাই আমাদের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য । মুনাফা নয়।

যখন জাল জালিয়াতি তথা দুর্নীতি প্রতিরোধে আমাদের সরকারের সকল আন্তরিক চেষ্টা ব্যর্থ হতে বসেছে তখন আমাদের তত্বাবধনে বিদেশের একদল প্রযুক্তিবিদ , বিজ্ঞানীর সহযোগিতায় সদ্য উদ্ভাবিত বিস্ময়কর প্রযুক্তিই (ICD-Led UV Flashlight) উপহার দিতে পারে জাল-জালিয়াতি ও দুর্নীতি মুক্ত একটি উন্নত সমাজ ব্যবস্থার।

কথা নয় কাজে ও প্রমানে বিশ্বাসী – এই মূল মন্ত্রকে বুকে ধারন করে আমরা সরকারের সাথে একসাথে কাজ করে অচিরেই বিশ্ব মানচিত্রে একটি সুখী সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ দেখার অভিপ্রায়ে নিরলস ভাবে কাজ করে যাবো – এটাই আমাদের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ।

আগামী ২০২০ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও পরে ২০২১ সালে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী পালন করবে বাংলাদেশ। সেই উদযাপন সামনে রেখে সরকার ইতোমধ্যে ২০২০ সাল থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত 'মুজিববর্ষ' ঘোষণা করেছে সরকার। আর আমাদের গ্লোবাল জব ২০১৯ সাল থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত এই 'মুজিববর্ষ' উপলক্ষে দেশকে একটি দুর্নীতিমুক্ত সমাজ উপহার দেয়ার তাগিদে অবিরাম ভাবে কাজ করে যাবো-এই অঙ্গিকারে আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ।

দুর্নীতির উৎস শনাক্তকরন ও প্রযুক্তির মাধ্যমে প্রতিরোধঃ ***

যে সকল দুর্নীতি বা অনিয়মের উৎস অজানা থেকে যায় সে গুলো উম্মুক্ত করতে পারলে দেশ থেকে ব্যপক ভাবে দুর্নীতি কমিয়ে আনা সম্ভব । দুর্নীতির বিরুদ্ধে গন সচেতনতা,পদ্ধতিগত সংস্কার, জনগনের অন্তর্ভুক্তি

মূলক অংশগ্রহণ এবং সর্বশেষ প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক গবেষণার মাধ্যমে দুর্নীতির উৎস শনাক্ত করে তা প্রযুক্তির মাধ্যমে প্রতিরোধ করাই আমাদের প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্য।

জাল-জালিয়াতি দুর্নীতির অন্যতম উৎসঃ

ভেজাল খাদ্যদ্রব্য, ভেজাল পণ্য সম্পর্কে আমরা কম বেশি অবগত হলেও 'জাতীয় নিরাপত্তা মূলক পণ্য ও পেপার ডকুমেন্টস'- এর জাল-জালিয়াতি সম্পর্কে আমরা কতটুকু জানি? আর আমরা জানিনা বিধায় আমরা সাধারণ মানুষ প্রতিনিয়ত জাল জালিয়াতির স্বীকার হয়ে প্রতারিত হচ্ছি । দেশ হারাচ্ছে বিশাল অংকের রাজস্ব । দেশে জাল জালিয়াতি বন্ধ করা গেলে দেশে দুর্নীতি অবিশ্বাস্য ভাবে কমে যাবে। কারণ দেশ ও মানুষের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট পেপারস ডকুমেন্টস সঠিক থাকলে দুর্নীতির প্রবণতা কমে যেতে বাধ্য।

যেমন একজন গাড়ি চালকের ড্রাইভিইং লাইসেন্স জাল হলে ট্রাফিক পুলিশ সে চালকের কাছ থেকে ঘুষ নিতে উৎসাহিত যেমন হবে ঠিক তেমনি গাড়ি চালকও আইনের ভয়ে ঘুষ দিতে বাধ্য থাকবে। তাই নির্দ্বিধায় বলা যেতে পারে জাল জালিয়াতি দুর্নীতির একটি অন্যতম উৎস।****

জাতীয় নিরাপত্তা ডকুমেন্টস (National Security documents) কি এবং এদের গুরুত্বঃ ***

দেশ ও মানুষের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট,স্পর্শকাতর, জন-গুরুত্বপূর্ণ বৈধ প্রোডাক্টস ও বৈধ পেপার ডকুমেন্টস –যা রাষ্ট্রের তত্তাবধনে বিশেষ নিরাপত্তার মধ্যে তৈরী হয় এবং সরকার কর্তৃক জনস্বার্থে প্রদান করা হয় –তাকেই মূলতঃ 'জাতীয় নিরাপত্তা মূলক পণ্য ও পেপার ডকুমেন্টস' বলা হয়ে থাকে। যাকে ইংরেজিতে বলা হয়ে থাকে National Security Products and Security Documents of the state.

এসব জাতীয় নিরাপত্তা মূলক পণ্য ও পেপার ডকুমেন্টস-কে একটি দেশের জাতীয় উন্নয়নের মূল ভিত্তি ভুমি হিসেবেই শুধু বিবেচনায় করা হয় না, এগুলোকে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বর মূল ভিত্তি হিসেবেও বিবেচনা করা হয়। তাই বিশ্বের সব দেশেই এসবকে জাল জালিয়াতির হাত থেকে রক্ষা করার জন্য সর্বাধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে বিশেষ নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য দিয়ে এগুলোকে তৈরি করা হয়ে থাকে।আর আমাদের অনুসন্ধানে ও গবেষণায় প্রমানিত হয়েছে যে, যেসব দেশ এগুলোকে যত বেশি জাল জালিয়াতি চক্রের হাত থেকে নিরাপদ ও সুরক্ষিত রাখতে পেরেছে সেসব দেশ তত বেশি উন্নতি সাধন করতে সক্ষম হয়েছে । পাশাপাশি কম দুর্নীতিগ্রস্থ দেশ হিসেবে পরিচিতি লাভ করতে সক্ষম হয়েছে। (video developed countries)

'জাতীয় নিরাপত্তা মূলক পণ্য ও পেপার ডকুমেন্টস' গুলো কি কি এবং এদের নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য ?

একটি দেশের জাতীয় নিরাপত্তা মূলক পণ্য ও পেপারস ডকুমেন্টস গুলো হচ্ছেঃ

১। অর্থ ও অর্থ খাত সংক্রান্ত নিরাপত্তা ডকুমেন্টসঃ

- নগদ অর্থ বা ব্যাংকনোট তথা লোকাল কারেন্সি
- বিদেশী ব্যাংকনোট/ফরেন কারেন্সি
- সঞ্চয় পত্র
- প্রাইজ বন্ড সহ বিভিন্ন বন্ড সমুহ
- শেয়ার সার্টিফিকেট ইত্যাদি ।

২। ব্যাংকিং খাত সংক্রান্ত নিরাপত্তা ডকুমেন্টসঃ

- চেক বুক, পে- অর্ডার, ডি ডি, ব্যাংক ইনভয়েস, এটি.এম, ডেবিট, ক্রেডিট কার্ড ইত্যাদি।

৩। শিক্ষা খাত সংক্রান্ত নিরাপত্তা ডকুমেন্টসঃ

- শিক্ষা সনদ বা একাডেমীক সার্টিফিকেট, ট্রান্সক্রিপট

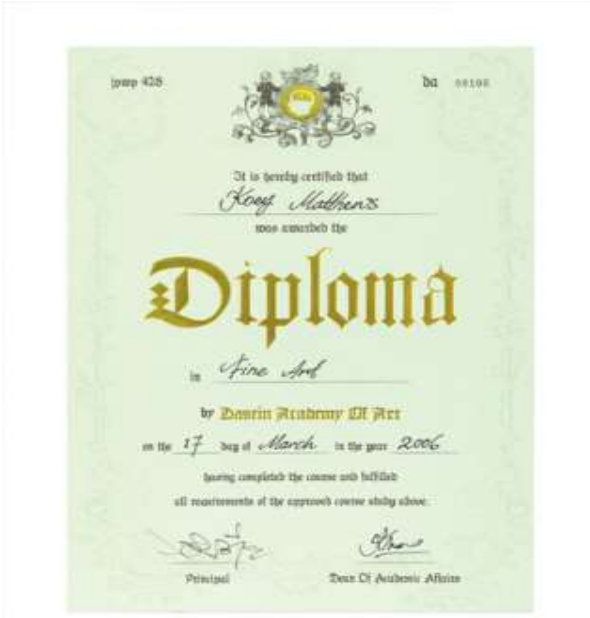

Diploma under normal light

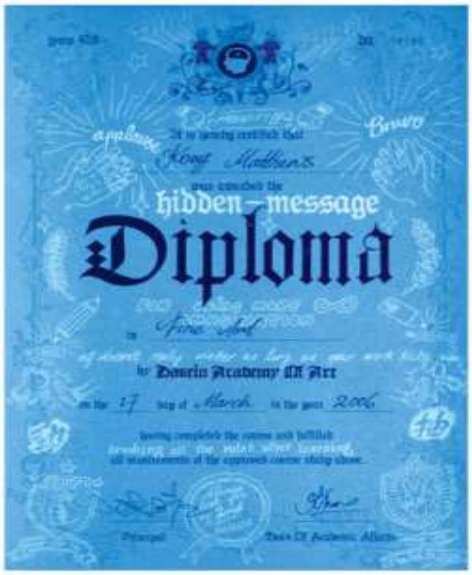

Diploma under UV light

(শিক্ষা সনদের অদৃশ্যমান নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্যগুলো আই সি ডি ইউ ভি ফ্ল্যাশলাইট –এ দৃশ্যমান হয়ে উঠেঃ)

- স্টুডেন্ট আই ডি

ID CARD UNDER UV LIGHT OF 365NM

৪। বিদেশ ভ্রমন ও অভিবাসন খাত সংক্রান্ত নিরাপত্তা ডকুমেন্টসঃ

- দেশী ও বিদেশী আন্তর্জাতিক পাসপোর্ট

PASSPORT UNDER UV LIGHT OF 365 NM

- ভিসা

CHINESE VISA UNDER UV LIGHT OF 365NM

৫। সরকারের রাজস্ব খাত সংক্রান্ত নিরাপত্তা ডকুমেন্টসঃ

দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালনায় অর্থায়নের জন্য রাজস্ব আদায় একটি অপরিহার্য উপাদান। রাজস্ব খাত হচ্ছে দেশের অর্থনীতির মূল চালিকা শক্তি। তাই রাষ্ট্রীয় কোষাগার সমৃদ্ধ করার পাশাপাশি বৈদেশিক সাহায্য ও ঋণ-এর উপর নির্ভরতা কমানোর জন্য ও সরকারের উন্নয়নের ব্যয় বাড়ানোর জন্য মূসক (VAT), সম্পূরক শুল্ক, আমদানি শুল্ক ও আয়কর যথাযথভাবে সংগৃহীত হওয়া অত্যন্ত জরুরি।জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অভ্যন্তরীন সম্পদ আহরনের জন্য ১৯৭২ সালে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড গঠন করেন।

- বিভিন্ন রেভিনিউ স্ট্যাম্প (Revenue Stamps)
- অ্যাডহেসিভ কোর্ট ফি
- বীমা স্ট্যাম্প
- শেয়ার হস্তান্তর স্ট্যাম্প
- যানবাহন জরিমানা স্ট্যাম্প
- বিশেষ আঠালো স্ট্যাম্প
- নোটারিয়াল স্ট্যাম্প
- নন – জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প পেপার

এগুলো ছাড়াও সরকারের উল্লেখযোগ্য রাজস্ব আয়ের অন্যতম খাত বা উৎস হচ্ছেঃ

- ব্যান্ডরোল বা তামাক জাতীয় পণ্য যেমন সিগারেট , বিড়ির উপর অর্পিত ডিউটি স্ট্যাম্প বা ট্যাক্স লেবেল ।
- মিনারেল ওয়াটার ও কোমল জাতীয় পানি , টয়লেট সাবানের উপর অর্পিত ডিউটি স্ট্যাম্প বা ট্যাক্স লেবেল।
- অ্যালকোহল জাতীয় পণ্যের উপর অর্পিত ডিউটি স্ট্যাম্প বা ট্যাক্স লেবেল ইত্যাদি।

৬। যানবহন , সড়ক ও পরিবহন খাত সংক্রান্ত নিরাপত্তা ডকুমেন্টসঃ

- সকল ধরনের ড্রাইভিং লাইসেন্স
- গাড়ীর ফিটনেস সনদ
- গাড়ীর রেজিঃ সার্টিফিকেট
- রুট পারমিট ইত্যাদি ।

৭। স্বাস্থ্য, চিকিৎসা এবং ঔষধ শিল্প খাত সংক্রান্ত নিরাপত্তা ডকুমেন্টস ও পণ্যঃ

- ডক্টরস সনদ ও আই ডি
- ডক্টরস উচ্চতর ডিগ্রি
- নার্স সনদ ও আই ডি
- চিকিৎসা সংক্রান্ত কাজে জড়িত ব্যক্তিবর্গের সনদ ও আই ডি

- জীবন রক্ষাকারী ঔষধ সহ সকল প্রকার মেডিসিনের জাল জালিয়াতি বন্ধে ব্যবস্থা গ্রহণকল্পে পদক্ষেপ

৮। আইন ও বিচার খাত সংক্রান্ত নিরাপত্তা ডকুমেন্টস ও পণ্যঃ

- বিচারক, বিচারপতি ও আইনজীবীর আই ডি ও পরিচয়পত্র

১০। ব্যবসা বাণিজ্যের লাইসেন্স সহ অন্যান্য নিরাপত্তামুলক ব্যবস্থাঃ

- ট্রেড লাইসেন্স সহ যাবতীয় ব্যবসায়িক লাইসেন্স
- আমদানি ও রপ্তানি নিবন্ধন
- আর্মস লাইসেন্স ইত্যাদি

১১। রাষ্ট্রীয় সনদ সংক্রান্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থাঃ

- জন্ম সনদ
- মৃত্যু সনদ
- মুক্তিযোদ্ধা সনদ
- সি আই পি সনদ (CIP-Commercially Important Person)
- অন্যান্য রাষ্ট্রীয় সনদ

১২। প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তা বাহিনীর আই ডিঃ
১৩। জাতীয় নিরাপত্তা সংক্রান্ত আই ডিঃ

- জাতীয় পরিচয় পত্র
- ভোটার আই ডি
- বিধবা ভাতা
- বয়স্ক ভাতা
- হেলথ কার্ড
- দরিদ্র ভাতা ইত্যাদি

১৪। স্পর্শকাতর শিশু পণ্য, শিশু খাদ্য ও মেডিসিন খাত সমুহের নিরাপত্তা বিধান করাঃ
১৫। প্যাকেটজাত খাদ্য ও পণ্যের তথা গুরুত্বপূর্ণ ভোক্তা পণ্যের ভেজাল প্রতিরোধ করাঃ

নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য এবং এর গুরুত্বঃ

একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের চারটি মূল উপাদান হচ্ছেঃ নির্দিষ্ট ভূখন্ড, জনগন, সরকার ও সার্বভৌমত্ব। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে সার্বভৌমত্ব। সার্বভৌমত্ব আবার দুই ধরনের ১। অভ্যন্তরীণ সার্বভৌমত্ব ২। আন্তর্জাতিক সার্বভৌমত্ব। নিজ দেশের উপর প্রভুত্ব অক্ষুণ্ণ রাখতে হলে সবার আগে রাষ্ট্রের প্রয়োজন সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা। আর এই একবিংশ শতাব্দীতে আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি ও বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষতার যুগে সার্বভৌমত্ব রক্ষা করার অর্থ শুধু সশস্ত্র বাহিনী লালন পালন করা ও আধুনিক যুদ্ধ সরঞ্জামাদি সুসংহত রাখায় বুঝায় না। প্রয়োজন পড়ে দেশের অভ্যন্তরীণ সার্বভৌমত্ব রক্ষার স্বার্থে রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রের নাগরিকদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট নিরাপত্তা জনিত ডকুমেন্টসকে জাল জালিয়াতি চক্র, দেশ বিরোধী চক্র এবং বহিঃশত্রুর হাত থেকে সুরক্ষা করা। এর জন্য প্রয়োজন হয় এসব গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় ও পাবলিক ডকুমেন্টসকে সর্বাধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য দেয়া।বর্তমান বিশ্বে এখন এটাই প্রতিটি রাষ্ট্রের বড় চ্যালেঞ্জ । এক্ষেত্রে যে দেশ যত বেশি সফল হয়েছে সে দেশিই তত বেশি উন্নত ও অর্থনৈতিকভাবে সফল হতে পেড়েছে । নগদ অর্থ বা ব্যাংকনোট, ব্যাংক ডকুমেন্টস, পাসপোর্ট, ভিসা, রাজস্ব খাতের বিভিন্ন ডকুমেন্টস যেমন ট্যাক্স স্ট্যাম্প, রেভিনিউ স্ট্যাম্প, জুডিশিয়াল এবং নন জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প, শিক্ষা সনদ, মুক্তিযোদ্ধা সনদ, ড্রাইভিং লাইসেন্স, জাতীয় পরিচয় পত্র ইত্যাদি স্পর্শকাতর রাষ্ট্রীয় দলিল দস্তাবেজ, কাগজ পত্র তথা ডকুমেন্টস সমুহকে জাল জালিয়াতির হাত থেকে সুরক্ষিত রাখার জন্য এদের নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য দেয়া অপরিহার্য। এ লক্ষে প্রতিটি দেশের সরকার এসব দেশ ও মানুষের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট পেপার ও পণ্য ডকুমেন্টসকে সর্বাধুনিক প্রযুক্তি অবলম্বনে visible(দৃশ্যমান) এবং invisible(অদৃশ্যমান) তথা covert(উম্মুক্ত) ও overt (গুপ্ত) security features বা নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য দিয়ে থাকে। দেশে অভ্যন্তরে সুশাসন, শান্তি শৃঙ্খলা ও অর্থনৈতিক উন্নতি নিশ্চিত করার স্বার্থে এই নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য দেয়া রাষ্ট্রের নৈতিক দায়িত্ব ও কর্তব্য । অন্যথা দেশের কাঙ্ক্ষিত সুশাসন ও উন্নয়ন কখনো সম্ভব নয়।

তাই আধুনিক বিশ্বায়নের যুগে উন্নত দেশের অনুকরনে উন্নয়নশীল দেশ সমুহে নিরাপত্তামূলক ডকুমেন্টের সর্বাধুনিক প্রযুক্তিগত নিরাপত্তা দেয়া অত্যাবশ্যক।

মূলকথাঃ

রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ পাবলিক ডকুমেন্টসকে জাল জালিয়াতির হাত থেকে সুরক্ষা করতে এসব ডকুমেন্টসক ও আই.ডি কার্ড-কে দিতে হবে উন্নত ও আধুনিক নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য। পাশাপাশি এসব ডকুমেন্টসে বিদ্যমান দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান, গুপ্ত ও লুকায়িত নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সর্ব সাধারণকে অবগত করার মাধ্যমে গনসচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। সেই সঙ্গে যে প্রযুক্তির মাধ্যমে এসব নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য উম্মুক্ত হয়ে কোনটি আসল আর কোনটি জাল তা বুঝা সম্ভব হবে, সে সব প্রযুক্তি ব্যবহারে জনগণকে উৎসাহিত করতে হবে। আর এভাবেই জাল জালিয়াতি সংক্রান্ত দুর্নীতি প্রতিরোধ করে দেশের রাজস্ব আয় বহুগুনে বৃদ্ধি করে অচিরেই দেশকে উন্নত দেশে পরিনত করা সম্ভব হবে বলেই আমরা মনে প্রানে বিশ্বাস করি। ****